মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি 2022-23 অর্থবছরের বাজেট পেশ করছি।

গত দুই বছরে COVID-19 মহামারি বৈশ্বিক অর্থ ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। যারা কোভিড যুদ্ধে নিরন্তর কাজ করেছেন তাদের সকলের প্রতি এই মহতী সভায় দাঁড়িয়ে আমি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

এই প্রতিবন্ধকতা সত্বেও, রাজ্য সরকার সময়োপযোগী সঠিক বহুমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে কোভিড মহামারির প্রতিকূল প্রভাবকে অনেকটাই লঘু করতে সক্ষম হয়েছে এবং 2021-22 অর্থবছরের রাজ্যের GSDP প্রবৃদ্ধির আনুমানিক হার 12.16% বজায় রাখতে পেরেছে। 2022-23 অর্থবছরে GSDP প্রবৃদ্ধির হার 13.28% শতাংশ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগের মাধ্যমে রাজ্য তথা জনগণের সার্বিক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে আগামী বছরের বাজেট পেশ করছি।

কৃষি ও কৃষিজাত ক্ষেত্র:

মহোদয়,

1) রাজ্য সরকার 2021-22 অর্থবছরে 192 কোটি টাকা ব্যয় করে 56,700 জন কৃষকের কাছ থেকে 104 MT ধান ক্রয় করেছে। **Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi** যোজনার অধীনে 133 কোটি টাকা 2.36 লক্ষ কৃষকের ব্যাঙ্ক

অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হয়েছে। কৃষি কাজের সাথে যুক্ত 26টি সৌরশক্তি গ্রিড পাম্পের জন্য আগামী অর্থবছরে 22 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

2) আমি আগামী অর্থবছরে কুমারঘাট এবং অমরপুরে 2টি তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ কৃষি উন্নয়ন গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি। এরজন্য **4.1কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

3) রাজ্য সরকার বর্তমান অর্থবছরে আর.কে.নগরে একটি উন্নত মানের পশু স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য **15কোটি** টাকা বরাদ্দ করেছে। 2022-23 অর্থবছরে 41,060 পরিবারকে পশুপালন নির্ভর জীবিকা অর্জনের আওতাভুক্ত করা হবে এবং গাভী প্রতিপালন প্রকল্পে ব্যয় বরাদ্দ বাড়িয়ে 5.25 কোটি টাকা করার জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি। যার মাধ্যমে 270 পরিবার উপকৃত হবে এবং প্রকল্পের টাকা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে DBT-র মাধ্যমে দেওয়া হবে।

4) আমি আগামী অর্থবছরে শূকর প্রতিপালনের জন্য **ঋণের উপর সুদ বাবদ ভর্তুকির** জন্য একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ ও 2022-23 বাজেট বরাদ্দে 5 কোটি টাকার সংস্থান রাখার প্রস্তাব রাখছি।

5) আমি এই মহতী সভায় অতিব আনন্দের সহিত জানাচ্ছি যে আমাদের রাজ্য **ত্রিপুরা মৎস্য চাষে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং পার্বত্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এবং বিশ্ব মৎস্য দিবস উপলক্ষে 21 নভেম্বর 2021-এ এই সফলতার জন্য পুরস্কার লাভ করেছে।**

6) **'মুখ্যমন্ত্রী নিবিড় মৎস্যচাষ প্রকল্প'** নামে একটি নতুন প্রকল্পে 2022-23 অর্থবর্ষের বাজেটে Biofloc পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য **6 কোটি** টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি এবং সংশ্লিষ্ট বছরে রাজ্যে 3টি মৎস্য সহায়তা কেন্দ্র এবং 3টি খুচরো বিক্রয়ের মাছ বাজার স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

7) রাজ্য সরকার 2021 সালে **Chief Minister Swanirbhar Paribar Yojana** নামে একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যেকটি পরিবারের আয়

বৃদ্ধির পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য **25 কোটি** টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এতে 4.6 লক্ষ পরিবার 2021-22 সালে উপকৃত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পে 2022-23 অর্থবছরে আরও 25 কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং এরফলে কৃষি ও কৃষিজাত ক্ষেত্রের উপর নির্ভর করে 4.6 লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে।

8) রাজ্য সরকার Tripura State Co-operative Union এবং Tripura State Co-operative Bank-এর আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নিয়েছে এবং এখন পর্যন্ত পরিকাঠামো উন্নয়নে **3.24 কোটি** টাকা খরচ হয়েছে। 2022-23 অর্থবছরে রাজ্যের 268 LAMPS/PACS-কে TSCB-এর সাথে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে যাতে রাজ্যের প্রতিটি LAMPS/PACS, Bank Correspondance মডেলে কাজ করতে পারে।

শিক্ষা ও যুব বিষয়ক:

মহোদয়,

9) শিশুদের গুণগত শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে 2022 সালের 4 জানুয়ারি রাজ্যে **'Mission 100 Vidyajyoti Schools'** নামক একটি নতুন প্রকল্প চালু হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতাধীন 100টি উচ্চ এবং উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কে CBSE-তে রূপান্তরিত করা হয়েছে যাতে রাজ্যের প্রায় 1.2 লক্ষ ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে, যা বর্তমানে বিদ্যালয়ে পাঠরত মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যার এক ষষ্ঠাংশ।

ক) পরিকাঠামো উন্নয়ন

খ) প্রতিভার উজ্জীবিতকরণ এবং

গ) শিশু বিকাশের জন্য Vidyajyoti School গুলিকে **'Schools of Excellence'** হিসেবে উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে আগামী 3 বছরে 500 কোটি টাকা খরচ হবে।

রাজ্যে সরকার ইতিপূর্বে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য কখনও এত বড় প্রকল্প হাতে নেয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে Vidyajyoti School-এর চাহিদার কথা মাথায় রেখে 2022-23 অর্থবছরে আরও 25টি বিদ্যালয়কে Vidyajyoti School-এ রূপান্তরিত করার প্রস্তাব রাখছি।

10) আমি 2022-23 অর্থবছরে রাজ্যে আরও 9টি নতুন **100 আসন বিশিষ্ট ছাত্রীবাস** নির্মাণের প্রস্তাব করছি যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে **52 কোটি** টাকা যার ফলে 900 ছাত্রী উপকৃত হবে। এই 9টি ছাত্রীবাস যথাক্রমে আমবাসা, আমতলি, কৈলাসহর, কল্যাণপুর, অম্পি, রইস্যাবাড়ি, সাউথ পাহাড়পুর, চম্পকনগর এবং কদমতলা অঞ্চলে গড়ে উঠবে।

11) রাজ্যের মোট 22 টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজের মধ্যে 2021-22 অর্থবছরে আরও 4টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজ NAAC-এর স্বীকৃতি লাভ করেছে, যার ফলে মোট স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সাধারণ ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 21টি। MBB University-তে 2021-22 শিক্ষাবর্ষ থেকে Library Automation-এর উপর Post Graduate Diploma কোর্স চালু হয়েছে।

12) 2022-23 অর্থবছরে আমি রাজ্যে **একটি English Medium College** স্থাপনেরও প্রস্তাব করছি। এছাড়া Narsingarh স্থিত TIT Polytechnic-এ একটি নতুন ক্যাম্পাস খোলার প্রস্তাব করছি যার জন্য প্রারম্ভিক বরাদ্দ ধরা হয়েছে **20 কোটি** টাকা। NCC Group Headquarters এর নির্মাণ বাবদ ব্যয় ধরা হয়েছে **10 কোটি** টাকা। রাজ্য সরকার একটি সৈনিক স্কুল স্থাপনের জন্যও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যারজন্য 2022-23 বাজেটে 10 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এগুলির পাশাপাশি MBB College-এর Science Building-এর উন্নতিকরণের জন্য **15 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

13) **কলেজ ছাত্রছাত্রীদের Drone প্রযুক্তির শিক্ষা, গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে Narsingarh স্থিত TIT-তে একটি Drone Club / Centre** খোলার জন্য **5 কোটি** টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে।

14) গুণগত মানসম্পন্ন আইনি শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে রাজ্যে **'জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়'** স্থাপনের মধ্য দিয়ে, যার জন্য বরাদ্দ ধরা হয়েছে **50 কোটি** টাকা। এই বাজেট অধিবেশনে জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয় বিল পেশ করা হবে। এই আইন বিশ্ববিদ্যালয় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু হবে। এই উদ্দেশ্যে 2022-23 অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে **21 কোটি** টাকা। 2022-23 অর্থবছরে বিচার ব্যবস্থার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বাজেটে আরও অতিরিক্ত 48 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

15) রাজ্যের যুবকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে 2021 সালে কৈলাসহরস্থিত District Employment Exchange অফিসে ন্যাশনাল ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রোগ্রামের অন্তর্গত একটি Model Career Centre গড়ে তোলা হয়েছে।

16) খেলাধুলার মাধ্যমে সুস্থ্য জীবন শৈলী গড়ে তোলার লক্ষ্যে আগামী বছর **'Khelo Tripura Susto Tripura'** নামক একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করছি এবং সেজন্য 2022-23 অর্থবছরে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে **6.50 কোটি** টাকা। এর পাশাপাশি খেলাধুলার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের লক্ষ্যে আরও অতিরিক্ত **20 কোটি** টাকা ধার্য করা হয়েছে। 2022-23 অর্থবছরে **20 কোটি** টাকা ব্যয়ে রাজ্যে একটি Synthetic Football Turf নির্মাণ করা হবে। এসবের পাশাপাশি রাজ্যের 3টি স্থানে যথাক্রমে খুমুলুঙ, পদ্মবিল এবং কিল্লায় আরও 3টি Synthetic Football মাঠ নির্মাণ করা হবে।

17) **শিক্ষাক্ষেত্রকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে 2022-23 বাজেটে আমি এই ক্ষেত্রের জন্য 5,010 কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি যা নাকি বিগত বছরের অর্থাৎ 2021-22 অর্থবছরের 4,152 কোটি টাকা বরাদ্দের তুলনায় 20.66 শতাংশ বেশি।**

স্বাস্থ্য ও কল্যাণ:

মহোদয়,

18) বর্তমান অর্থবছরে AGMC & GBP হাসপাতালে মা ও শিশুদের জন্য নিবেদিত 100 শয্যার সুপার স্পেশালিটি ইউনিট প্রতিষ্ঠার জন্য **190 কোটি** টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য সরকার AGMC-তে স্নাতকোত্তর স্তরের আসন সংখ্যা 25 থেকে বৃদ্ধি করে 79-তে নিয়ে এসেছে যাতে করে রাজ্যে আরও অধিক সংখ্যক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাওয়া যায়।

19) প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আরও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে 2022-23 অর্থবছরে **গন্ডাতুইসাতে একটি মহকুমা হাসপাতাল** স্থাপন করার উদ্যোগ নেওয়া হবে, যার জন্য খরচ হবে **3 কোটি** টাকা। এছাড়া 2022-23 অর্থবছরে 12 কোটি টাকা ব্যয়ে যেসব স্বাস্থ্য পরিকাঠামো স্থাপন করা হবে, তা হচ্ছে-

i) উপ্তাখালি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

ii) কমলনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

iii) তুলামুড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

iv) আঠারোভোলা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

v) জগবন্ধুপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

vi) খয়েরপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র

vii) রাণীরবাজার কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র

viii) কাঁঠালিয়া কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র।

20) চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য নিষ্কাশনের জন্য রাজ্য সরকার AGMC & GBP হাসপাতাল, আইজিএম হাসপাতাল, 6টি জেলা হাসপাতাল ও 2 টি মহকুমা

হাসপাতালে 1টি করে মোট 10টি Incinerator স্থাপন করবে যার জন্য ব্যয় হবে **2 কোটি** টাকা।

21) আমি উত্তর ত্রিপুরা জেলায় **1টি মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং আগরতলায় একটি মনস্তত্ব পরামর্শ কেন্দ্র (Psychiatric Consultation Centre)** স্থাপন করার প্রস্তাব করছি যার জন্য 2022-23 অর্থবছরে **20 কোটি** টাকা ব্যয় হবে।

22) **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে আমি 2022-23 অর্থবছরের বাজেটে এই খাতে 1,777 কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছি, যা 2021-22 অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দ থেকে 23 শতাংশ বেশি। এখানে উল্লেখ্য যে, 2021-22 অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ ছিল 1,443 কোটি টাকা।**

সামাজিক ক্ষেত্র:

মহোদয়,

23) মুখ্যমন্ত্রী বিশেষ কোভিড ত্রাণ প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র অংশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার জন্য **63 কোটি** টাকা খরচ করা হয়েছে। এবার 2022-23 অর্থবছরের জন্য আমি গণবন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিক পুষ্টিগুণ সম্পন্ন প্যাকেট করা আটা বন্টনের প্রস্তাব করছি।

24) রাজ্য সরকার 2022-23 অর্থবছরে 24,800 তপশিলি জাতিভুক্ত পরিবারকে বিভিন্ন আয় সৃষ্টিকারী কর্মকান্ডের আওতায় নিয়ে আসবে। তাছাড়া প্রস্তাব রাখছি যে 22,000 তপশিলি ছাত্রছাত্রীকে Post Matric Scholarship প্রদান করা, যার জন্য ব্যয় হবে 55 কোটি টাকা এবং 270 জন তপশিলী ছাত্রছাত্রীদেরকে বিভিন্ন প্রফেশনাল কোর্স নিয়ে পড়াশুনার জন্য এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী স্ব-নির্ভর পরিবার যোজনার আওতায় 2022-23 অর্থবছরে 1 কোটি 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 8 (আট) হাজার তপশিলি জাতিভুক্ত বেনিফিসিয়ারিকে পশুপালন ও মৎস্যচাষের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে।

25) 2022-23 অর্থবছরে সরকার ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য **150 আসন বিশিষ্ট ছেলেদের হস্টেল** এবং **150 আসন বিশিষ্ট মেয়েদের হস্টেল** নির্মাণ করবে ধর্মনগরে আর **200 আসন বিশিষ্ট মেয়েদের হস্টেল** ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ করবে হাঁপানিয়ায়, যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে **25 কোটি** টাকা।

26) 2022-23 অর্থবছরে রাজ্য সরকার **'প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কার্যক্রমের'** আওতায় **120 কোটি** টাকা ব্যয়ে 132টি নতুন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তর ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রকে একটি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পাঠিয়েছে।

27) রাজ্য সরকার শ্রমিক কল্যাণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। 2021-22 সালে রাজ্য সরকার 21 টি 'Scheduled Employment-এর জন্য মহার্ঘ্যভাতা ঘোষণা করেছে যার ফলে আমাদের রাজ্যের সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের 1.5 লক্ষ শ্রমিক উপকৃত হবে।

28) এটা দেখা গেছে যে দীর্ঘকাল ধরে রাজ্যের চা বাগান শ্রমিকরা যথাযথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। রাজ্যের সকল চা বাগান শ্রমিকদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার **'মুখ্যমন্ত্রী চা শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প'** নামে একটি সার্বিক বিকাশ পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনার আওতায় আসবে 7,230টি চা শ্রমিক পরিবার আর এরজন্য সর্বমোট ব্যয় ধার্য করা হয়েছে 206 কোটি টাকা। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহনির্মাণের জন্য জমি, পানীয়জল, গ্যাস কানেকশন, রাস্তা নির্মাণ ইত্যাদি সুবিধা চা শ্রমিক পরিবারগুলিকে প্রদান করার জন্য 2022-23 অর্থবছরে **50 কোটি** টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

29) বর্গাচাষীরা যাতে ঋণ, বীমা, দুর্যোগ সংক্রান্ত ত্রাণ ও অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার সুবিধা নিতে পারে সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা কৃষি জমি বর্গা আইন, 2021**(The Tripura Agricultural Land Leasing Act, 2021)** প্রণয়ন করেছে। এই প্রকল্পে আমি প্রস্তাব করছি যে মার্চ, 2023-এর

মধ্যে রাজ্যের 1 লক্ষ **বর্গাদারকে** কিষাণ ক্রেডিট কার্ড (KCC) ও বিভিন্ন বীমা প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসার জন্য, যাতে তাঁরা কৃষি ও কৃষি সহায়ক ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে উপার্জনশীল কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেন।

30) **নারীর সম্মান, সুরক্ষা ও কল্যাণকে** রাজ্য সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার মহিলাদের সামাজিক, শিক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বশক্তিকরণের জন্য **'মহিলা স্বশক্তিকরণ অভিযানের'** সূচনা করেছে। এই অভিযানের আওতায় রাজ্য সরকার মহিলা শিল্পোদ্যোগীদের 3 শতাংশ সুদ বাবদ ছাড় দেবে এবং তাছাড়া রাজ্য সরকারের সৃষ্ট Venture Capital Fund-এর 50 শতাংশ অর্থ মহিলাদের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। তাছাড়া, **50 কোটি** টাকা 2022-23 অর্থবছরে এই মহিলা স্বশক্তিকরণ অভিযান বাস্তবায়নের জন্য চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে।

31) আমাদের মহিলা স্বশক্তিকরণ নীতির সাথে সাযুজ্য রেখে অর্থ দপ্তর 'Budget at a Glance'-এর পরিবর্তে Budget Document-এর অঙ্গ হিসেবে এবছর থেকে **'Gender Budget'**-এর উপর একটি পৃথক পুস্তিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

32) তাছাড়া, রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণ অভিযানের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পর্যায়ক্রমে নিম্নলিখিত প্রকল্প হাতে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে :

ক) 13টি মহিলা স্বাস্থ্য ও কল্যাণ কেন্দ্র **(Women Health and Wellness Centre)** যার মধ্যে থাকবে সুসংহত One Stop Centre (OSCs) আর এরজন্য ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে **10 কোটি** টাকা।

খ) 100 শয্যা বিশিষ্ট **মাদকাসক্তি চিকিৎসা হাসপাতাল** স্থাপন, যারজন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে **90 কোটি** টাকা।

গ) 2টি 50 শয্যা বিশিষ্ট **মনোরোগ চিকিৎসা হাসপাতাল** স্থাপন করা হবে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য, যারজন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে **45 কোটি** টাকা।

ঘ) চারটি **কর্মরতা মহিলা হস্টেল** নির্মাণ করা হবে, যারজন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে **15 কোটি** টাকা।

33) 22,000 দিব্যাঙ্গজনকে পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে ও 1,800 জন দিব্যাঙ্গজনকে দিব্যাঙ্গ সহায়ক যন্ত্রপাতি প্রদান করা হয়েছে। **সুগম্য ভারত অভিযান** প্রকল্পের আওতায় 2022-23 সালের মধ্যে বিভিন্ন সরকারি ভবন, ওয়েবসাইট এবং গণপরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে যাতে দিব্যাঙ্গজনদের ব্যবহারের উপযোগী করা হয়, সেই প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। তৎসঙ্গে, বিশেষভাবে সক্ষম শিশু কিশোরদের শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধার জন্য 200 জন Special Educator নিয়োগ প্রক্রিয়ার কাজ চলছে।

34) বর্তমানে রাজ্য সরকার 3.81 লক্ষ পেনশনারদের সামাজিক ভাতা প্রদান করছে বিভিন্ন সামাজিক ভাতা প্রকল্পের (Social Pension Scheme) আওতায়, যারজন্য বার্ষিক বরাদ্দ করা হয়েছে 415 কোটি টাকা। 2018 সালে প্রকাশিত **Vision Document**-এ মাসিক সামাজিক পেনশন ভাতার পরিমাণ বাড়িয়ে 2,000 টাকা করা যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

35) আমাদের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের জন্য আজকে এই মহতী সভায় দাঁড়িয়ে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ ভাতা প্রাপকদের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমি প্রস্তাব রাখছি যে **সামাজিক ভাতা 2,000 টাকা** করা হোক, যারজন্য আমি 2022-23 অর্থবছরে সামাজিক ভাতার বরাদ্দ বাড়িয়ে 645 কোটি টাকা করেছি। রাজ্য সরকার মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপন করবে, যে কমিটি মাসিক ভাতা প্রদানের প্রক্রিয়া, সময়সীমা ও অন্যান্য জরুরি পদক্ষেপ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে যাতে দুর্গা পূজার আগেই এই 2,000 টাকার মাসিক সামাজিক ভাতা রাজ্যের 3.81 লক্ষ সামাজিক ভাতা প্রাপকদের প্রদান করা হয়।

জনজাতি কল্যাণ:

মহোদয়,

36) জনজাতি কল্যাণ ও জনজাতিদের সার্বিক আর্থসামাজিক বিকাশ সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। এই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে **1,300 কোটি** টাকা প্রকল্প ঋণ গ্রহণের অনুমোদন পেয়েছে। এই ঋণ অনুমোদিত হয় যখন ভারতের মাননীয়া অর্থমন্ত্রী 2021 সালের সেপ্টেম্বর মাসে ত্রিপুরায় আসেন। এই কারণে আমি মাননীয়া অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারমনজীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব রাজ্যের স্বার্থে এই মহান পদক্ষেপটির জন্য। এই প্রকল্পটি জনজাতি সমাজ সমূহের মান উন্নয়নের জন্য নানা প্রকার সহায়তা করবে। এই সব কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে **4.10 লক্ষ** জনজাতি পরিবারের জন্য উন্নতমানের শিক্ষা, জীবিকা অর্জনে সহায়তা, রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ। আমাদের প্রয়াস থাকবে যাতে করে আগামী 5 বছরে এই প্রকল্পটি ত্রিপুরার জনজাতি প্রধান অঞ্চলগুলিতে **বিকাশের ছবিটিই** পুরোপুরি পাল্টে দেয়।

37) 2017-18-এর আগে রাজ্যে শুধুমাত্র **4টি** একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয় ছিল। কিন্তু জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য গুণগত শিক্ষার সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি এলাকায় **16টি নতুন একলব্য মডেল আবাসিক বিদ্যালয়** এবং **একটি একলব্য মডেল ডে বোর্ডিং স্কুল** স্থাপন করা হচ্ছে, যার জন্য ব্যয় হবে **374 কোটি** টাকা। এতে প্রায় 8,000 দরিদ্র জনজাতি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

38) আমি 2022-23-এর বাজেট বরাদ্দে আগামী বছর 7টি জনজাতি বোর্ডিং হাউস পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করার জন্য **30 কোটি** টাকার সংস্থান রেখেছি যাতে ছাত্রছাত্রীরা উপযুক্ত পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে। তাছাড়া **SC/ST হস্টেলে IT পরিকাঠামো** উন্নয়নের জন্য আমি 2022-23-এর বাজেটে **5 কোটি** টাকার সংস্থান রেখেছি এবং এতে 10,000-এর বেশি ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে।

39) তাছাড়া **খেরেঙবাড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের** পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য চলতি বছরে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে অতিরিক্ত **30 কোটি** টাকা মঞ্জুর করেছে। এই হাসপাতাল ADC এলাকায় বসবাসকারী লোকদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করবে।

40) **'নেশামুক্ত ত্রিপুরা'** গঠনের ইতিবাচক লক্ষ্যে **1 কোটি** টাকা ব্যয়ে **খুমুলুঙে** একটি Drug Rehabilitation Centre স্থাপন করা হবে।

সামাজিক এবং আর্থিক উন্নয়ন:

মহোদয়,

41) 2017-18-তে ত্রিপুরাতে মাত্র 4,140টি SHG, 768টি ভিলেজ ফেডারেশন এবং 9টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন ছিল। বর্তমানে রাজ্য সরকার মহিলা স্বশক্তিকরণ ও জীবিকার্জন সংক্রান্ত কার্যকলাপ হাতে নেওয়ার লক্ষ্যে প্রায় 3 লক্ষ দরিদ্র গ্রামীণ মহিলাকে নিয়ে 32,820টি স্বসহায়ক দল, 1,462টি ভিলেজ ফেডারেশন এবং 37টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন গঠন করেছে।

42) **14 আগস্ট, 2021** ছিল ত্রিপুরার জন্য এক **ঐতিহাসিক দিন** যখন রাজ্য সরকার **প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ)**-এর আওতায় তাদের স্বপ্নের ঘর নির্মাণের জন্য **1.49 লক্ষ পরিবারের হাতে 716.38 কোটি** টাকা তুলে দিয়েছিল। তাছাড়া, সবার জন্য আবাসনের সুবিধা সুনিশ্চিত করার আমাদের যে অঙ্গীকার তা বাস্তবায়ন করতে PMAY-G প্রকল্পে 1.69 লক্ষ অনুমোদিত গৃহ ছাড়াও আগামী বছর 23,000টি গৃহ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হবে। **PMAY(Urban)**-এর আওতায় এখন পর্যন্ত মোট অনুমোদিত 85,386টি ঘরের মধ্যে 47,970টি গৃহ নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

43) জলজীবন মিশনের আওতায় রাজ্য সরকার 3.4লক্ষ গ্রামীণ বাড়িতে ট্যাপের মাধ্যমে পানীয়জলের সংযোগ দিয়েছে যা মোট গ্রামীণ পরিবারের প্রায় 44

শতাংশ। বাকি বাড়িগুলিতেও জলজীবন মিশনের আওতায় ট্যাপের মাধ্যমে জলসংযোগ দেওয়া হবে।

44) AMC এলাকায় পানীয়জলের ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার **'ত্রিপুরা জলবোর্ড'** গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। AMC এলাকায় নলের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দিতে **2022-23-এর বাজেট বরাদ্দে** জলবোর্ডের জন্য আলাদাভাবে **22 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

45) আগরতলা পুর এলাকায় (AMC) নিয়মিত বিশুদ্ধ পানীয়জলের সরবরাহ স্থায়ীভাবে নিশ্চিত করতে রাজ্য সরকার হাওড়া নদীর উপর চম্পকনগর এবং চাম্পাইবাড়ির নিকট চাম্পাইছড়াতে 2টি বাঁধ নির্মাণ করবে। এই প্রকল্পের মোট ব্যয় ধরা হয়েছে **130 কোটি** টাকা। সেচের সুবিধা সৃষ্টি এবং পানীয়জলের বন্দোবস্ত করার লক্ষ্যে ভূ-পৃষ্ঠের উপর জলের উৎস তৈরি করতে এই প্রকল্পের কাজ 2025-এর মার্চের মধ্যে শেষ করা হবে।

46) জাতীয় সড়কের প্রায় 290 কিমি অংশে গাছ লাগানো হয়েছে। 2021-22 অর্থবছরে 8,824 হেক্টর পতিত এলাকা এবং 1,155 হেক্টর বন এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

47) 2022-23 অর্থবছরে সিপাহীজলা চিড়িয়াখানার আধুনিকীকরণের জন্য আমি **25 কোটি** টাকা বাজেট বরাদ্দ রেখেছি। 2022-23 বছরে JICA Phase-II এবং IGDC Phase-II প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প এলাকায় বনায়ন, মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণের জন্য **84 কোটি** টাকার বাজেট বরাদ্দ রয়েছে। CAMPA ফান্ডের অন্তর্গত বনায়ন কার্যকলাপের জন্য 2022-23 বাজেট বরাদ্দে **63 কোটি** টাকার সংস্থান রয়েছে।

48) গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি এবং রিসোর্স ম্যাপিং-এর ক্ষেত্রে সুপরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই লক্ষ্য অর্জনে রাজ্য সরকার

1,178টি Panchayat Executive Officer-এর পদ সৃষ্টি করেছে যারা পঞ্চায়েতগুলিতে কাজ করবেন।

49) সমস্ত গ্রামে বাকি উন্নয়নমূলক চাহিদা পূরণে রাজ্য সরকার **'মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা গ্রাম সমৃদ্ধি যোজনা (MTGSY)'** চালু করেছে। 2022-23 বাজেট বরাদ্দে আমি সেজন্য **100 কোটি** টাকার সংস্থান রেখেছি। আবার, সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন সূচকের সাপেক্ষে 100 শতাংশ সফল গ্রামকে উপযুক্তভাবে পুরস্কৃত করা হবে।

প্রশাসন এবং পরিচালনা:

মহোদয়,

50) রাজ্য প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার Direct Benefit Transfer ব্যবস্থায় কাজ করছে। জনগণের ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যে পুরো প্রক্রিয়ার ডিজিট্যালাইজেশনের জন্য রাজ্য সরকার **Beneficiary Management System (BMS)** তৈরি করেছে। 62টি রাজ্য প্রকল্পের ক্ষেত্রে BMS ব্যবহার করা হবে। আধার ভিত্তিক যাচাই-এর মাধ্যমে BMS ব্যবস্থায় DBTসঠিক মানুষকে সুবিধা প্রদান করতে সাহায্য করবে এবং জনগণের অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে।

51) বর্তমানে রাজ্য সরকারর Group-C এবং Group-D কর্মচারীরা মাসিক 500 টাকা করে Medical Allowance পান। তাদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত চাহিদার নিরিখে সরকারি কর্মচারী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষায় আমি 2022-23 অর্থবছরে **'Tripura Government Health Scheme (TGHS)'** নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই প্রকল্পে মোট 1 লক্ষ স্থায়ী কর্মচারী এবং তাদের উপর নির্ভরশীল লোক উপকৃত হবেন। TGHS প্রকল্পটি Central Government Health Scheme (CGHS)-এর মত রূপায়িত হবে যেখানে স্ব-ইচ্ছায় কর্মচারীদের নথিভুক্ত করা হবে এবং এতে তাদের একটা ক্ষুদ্র অংকের অবদান থাকবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে পরামর্শক্রমে এ বিষয়ে বিস্তারিত নিয়ম ঠিক

করা হবে। এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য **2022-23-এর বাজেটে 20 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে।

52) 2টি নতুন টিএসআর-এর আইআর ব্যাটেলিয়ন স্থাপন করার জন্য 1,345 রাইফেলম্যান (জিডি) এবং 98 রাইফেলমেন (ট্রেডসম্যান)-এর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। এবছর মোট 1,260 SPO নিয়োগ করা হয়েছে।

53) উগ্রপন্থা সমস্যার মোকাবিলার ক্ষেত্রে টিএসআর সব সময় অগ্রাধিকার ভূমিকা পালন করে এসেছে এবং পুলিশকে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সাহায্য করে এসেছে। তাদের এই অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য, আমি

ক) প্রত্যন্ত এলাকার টিএসআর ক্যাম্পের মেরামত করার খাতে মোট 6 কোটি টাকা 2022-23-এর বাজেট অ্যাস্টিমেটে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছি।

খ) জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সুবেদার পদ পর্যন্ত রেশনভাতা জনপ্রতি মাসিক 800টাকা থেকে 1,000টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হবে।

গ) আমি আরও আনন্দের সাথে ঘোষণা করছি যে রাজ্য সরকার টিএসআর জওয়ানদের অবসরের সময়সীমা 57 বছর থেকে 60 বছর বয়স পর্যন্ত বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

54) 2021-22 অর্থবছরে ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ি এলাকায় একটি নতুন অগ্নিনির্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। আমি প্রস্তাব রাখছি 2022-23 অর্থবছরে কুঞ্জবন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রকে উন্নত করে অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রতে পরিণত করার জন্য এবং **'পশ্চিম ত্রিপুরার আনন্দনগর'**এলাকায় একটি **নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র** প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মোট **9.43 কোটি** টাকা ব্যয় করে দামছড়া অম্পি, সাব্রুম, রইস্যাবাড়ি এবং ছামনু এলাকায় নতুন অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র তৈরি করা হবে।

55) এই প্রথমবার 2022-23 অর্থবছরে রাজ্য সরকার ফায়ারম্যানদের **Kit Allowance** দেবে এবং তারজন্য এই বাজেটে মোট **1.32 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

56) কারাগার নির্মাণ এবং মেরামতের জন্য 2022-23 অর্থবছরে মোট 13.50 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বিভিন্ন দক্ষ, অদক্ষ এবং কিছুটা দক্ষ সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের মজুরি 50 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

57) রাজ্যে জমি সংক্রান্ত রেকর্ড ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে বিভিন্ন **তহশিল কাছারি** মেরামত এবং পুনর্নির্মাণের জন্য 2022-23 অর্থবছরে মোট **39 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

58) **National Seismic Risk Mitigation Program**-এর অন্তর্গত 2022-23 অর্থবছরে 200 পুরনো Government Building-কে রেট্রোফিটিং করে ভূমিকম্প প্রতিরোধে মজবুত করা হবে। রাজ্যে 2022-23 অর্থবছরে একটি ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা (Earthquake Early Warning System) স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

59) বায়ুর গুণমান রিয়েল টাইম মূল্যায়নের জন্য 2টি প্রদর্শনীমূলক ইউনিট সহ আগরতলায় একটি One Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station স্থাপন করা হয়েছে।

60) 2022-23 অর্থবছরে আমি প্রস্তাব করছি আরও 4টা Bio-Village গড়ে তোলার জন্য এবং একটি **রিয়েল টাইম শব্দমানের পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র** আগরতলা শহরে স্থাপন করার জন্য। আগামী অর্থবছরে **Vigyan Gram** জনসাধারণের জন্য উৎসর্গ করা হবে।

শিল্প ও বাণিজ্য:

মহোদয়,

61) রাজ্যে বিনিয়োগের বিকাশে **2021-এর 9 এবং 10 ডিসেম্বর, আগরতলায় Destination Tripura Investment Summit 2021**-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই Summit-এ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে এবং বাংলাদেশ থেকেও 100 এরও বেশি শিল্পপতি যোগদান করেন এবং রাজ্যে বিনিয়োগের জন্য মোট **2,869 কোটি** টাকা মূল্যের **81টি MoU** স্বাক্ষর করেন। তার মাধ্যমে রাজ্যে বিনিয়োগকারীদের আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ পেয়েছে।

62) আগামী বছর রাজ্য সরকার এ-রাজ্যে শিল্প উন্নয়নের উদ্দেশ্যে **'Tripura Industrial Investment Promotion Incentive Scheme'** নামে একটি সার্বিক প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে যার জন্য আগামী 5 বছরে মোট **100 কোটি** টাকা খরচ হবে।

63) রাজ্যে Industrial Estate গঠন এবং বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য মোট **400 কোটি** টাকার বেশি ADB Funding পাওয়া গেছে। তাছাড়া সীমান্তের দুই দিকে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে 2022-23-এ **5.5 কোটি** টাকা ব্যয়ে ধর্মনগরে একটি বর্ডার হাট স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

64) আগর কাঠ ও আগর তৈল বিপণনের লক্ষ্যে **'Agar Trade Centre'** স্থাপনের জন্য আমি 2022-23 বাজেট বরাদ্দে **15 কোটি** টাকার সংস্থান রেখেছি। এতে 2,000 কোটি টাকা মূল্যের 'আগর নির্ভর অর্থনীতি' ও ত্রিপুরার হাজার হাজার যুবক যুবতীর জন্য কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

65) 2022-23 বাজেট বরাদ্দে **'রাবার মিনি মিশন'** নামে **5 কোটি** টাকা মূল্যের একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি। এই মিনি মিশনে আগামী তিন বছরে রাবার কাঠ ও শীট প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে 10,000 রাবার চাষী উপকৃত হবে।

66) IT এবং IT Enabled পরিষেবার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহ দিয়ে বড় মাপের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে ত্রিপুরায় **‘Data Centre Policy-2021’** চালু হয়েছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে ত্রিপুরা হচ্ছে প্রথম রাজ্য যেখানে এরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই নীতি বাস্তবায়নের জন্য আমি **66 কোটি** টাকার সংস্থান রেখেছি। রাজ্য সরকার IT ক্ষেত্রে **‘স্টার্ট আপ স্কিমও’** চালু করেছে। আটটি স্টার্ট আপ প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে যেখানে বিনিয়োগ করা হবে 77 লক্ষ টাকা।

67) আমি **‘‘ত্রিপুরা স্টার্ট আপ ফান্ড’’ নামে 50 কোটি** টাকা মূল্যের একটি Venture Capital Fund গঠনের প্রস্তাব দিচ্ছি। মূলত: ত্রিপুরাভিত্তিক উদ্ভাবনীমূলক বাণিজ্যিক মডেল, নতুন দ্রব্য ও প্রযুক্তি নির্ভর স্টার্ট আপ, শুরু পর্যায়ের এবং উন্নয়নশীল পর্যায়ের MSME ক্ষেত্রের লাভজনক কোম্পানিকে উৎসাহ দিতে এই টাকা বিনিয়োগ করা হবে। এই খাতে **2022-23-এর বাজেট বরাদ্দে** রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে **15 কোটি** টাকার সংস্থান রাখার জন্য প্রস্তাব রাখছি। এই ফান্ড স্টার্ট আপ সংস্কৃতি ও ইকো সিস্টেমকে মজবুত করবে এবং যুব সম্প্রদায়ের জন্য আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

68) ত্রিপুরাকে একটি আদর্শ পর্যটনের ঠিকানা বানাতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। নারিকেলকুঞ্জে আরও বেশি পর্যটক টানতে 2021 এর 11 নভেম্বর ডুম্বুরে একটি হেলিপ্যাড উদ্বোধন করা হয়েছে। নারিকেলকুঞ্জ, ছবিমুড়া এবং জম্পুই হিলস্-এ 33টি লগ হাট নির্মাণ করা হচ্ছে। এবছর ডুম্বুর জলাশয়ে ওয়াটার স্পোর্টস এবং অ্যাডভেঞ্চার কার্যকলাপে উৎসাহ দিতে **6 কোটি** টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

69) পুষ্পবন্ত প্রাসাদ বা পূর্বতন গভর্নর হাউসকে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারেল সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে **40 কোটি** টাকা। এই মিউজিয়ামে ডিজিট্যাল ও ফিজিক্যাল উভয় ধরনের দর্শনীয় বস্তু থাকবে এবং এটি হবে দেশের মধ্যে প্রথম ডিজিট্যাল মিউজিয়াম।

70) এই মহতী সভাকে গর্বের সাথে জানাতে চাই যে, 2022-23 অর্থবছরে **5.76 কোটি** টাকা ব্যয়ে রাজ্য সরকার **সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট** স্থাপন করবে। এই প্রতিষ্ঠানে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য পেশাদারী কোর্স থাকবে এবং মিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রে যুবক যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

71) আগামী বছরে ইকো-ট্যুরিজমের বিকাশে **'ত্রিপুরা ইকো ট্যুরিজম কর্পোরেশন (TETCO)'** নামে একটি নতুন কোম্পানি স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি আমি। সেজন্য 2022-23-এ **10 কোটি** টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

পরিকাঠামো উন্নয়ন:

মহোদয়,

72) 4 জানুয়ারি 2022 তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের নতুন Integrated Terminal Building উদ্বোধন করেন। সেজন্য আমি রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-চট্টগ্রাম এবং আগরতলা-গুয়াহাটি-ব্যাঙ্কক আকাশপথে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবা চালু করার জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে।

73) 2022-23 অর্থবর্ষে **'নাগেরজলা বাস টার্মিনাল, আগরতলা' এবং 'রাজারবাগ, উদয়পুর'** মোটরস্ট্যান্ডের আধুনিকীকরণের জন্য **10 কোটি** টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। **তেলিয়ামুড়া, গন্ডাতুইসা এবং জিরানীয়াতেও** মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণ করার প্রস্তাব রাখছি। এতে প্রতিটিতে **5 কোটি** টাকা খরচ হবে। 2022-23 অর্থবছরে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে চালকদের প্রশিক্ষণের জন্য চালক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রাখছি।

74) রাজ্য সরকার Asian Development Bank-এর সহায়তায় **1,920 কোটি** টাকা ব্যয়ে **'Tripura Power Generation Upgradation and Distribution Reliability Improvement Project'** রূপায়িত করবে এবং

ভারত সরকারের আর্থিক সহায়তায় **740 কোটি** টাকা ব্যয়ে **'Revamped Reforms linked Results Based Distribution Sector Scheme (RDSS)'** প্রকল্প রূপায়ণ করবে। এই 2টি প্রকল্প রূপায়ণে **2,660 কোটি** টাকা খরচ হবে এবং এই প্রকল্প রূপায়ণের ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবার মান, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে, বিদ্যুতের দামও কমবে এবং তা সম্ভব হবে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে বন্টন, Smart Metering এবং AT&C ক্ষতি কমানোর ফলশ্রুতি হিসেবে।

75) গত 2 বছরে রাজ্য সরকার **12.5 কোটি** টাকা ব্যয়ে প্রায় 3 লক্ষ Solar Study Lamp বন্টন করেছে যা ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার জন্য সহায়ক হয়েছে। বাজার এবং রাস্তাঘাট আলোকিত করতে সরকার **36 কোটি** টাকা ব্যয়ে 16,000টি SPV Street Lighting System বসিয়েছে। আগামী বছরে বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় বাজার এবং রাস্তায় আলোর ব্যবস্থা করতে **37 কোটি** টাকা ব্যয়ে আরও **20,000 SPV Street Lighting System** স্থাপন করার প্রস্তাব করছি।

76) রাজ্যের সমস্ত পুর এলাকায় শহুরে পরিকাঠামো ও সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে রাজ্য সরকার ADB থেকে **38 কোটি** টাকার অনুমোদন লাভ করেছে। 20টি শহর এলাকায় রাস্তাঘাট, নিষ্কাশনী ব্যবস্থা নির্মাণ ইত্যাদি এবং বিনিয়োগের DPR তৈরি ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। আগরতলা শহরে পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ADB-এর সাথে **522 কোটি** টাকা ঋণের চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

77) রাজ্য সরকার রাজ্যের সমস্ত বসতি এলাকাকে সর্বঋতুপোযোগী সড়কের মাধ্যমে যুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করছে। আমি 2025-এর মধ্যে **সমস্ত মহকুমার প্রধান কার্যালয়গুলিকে ডাবল লেনযুক্ত জাতীয় সড়কদ্বারা যুক্ত করার** প্রস্তাব রাখছি। সেই উদ্দেশ্যে সমীক্ষা ও DPR তৈরির জন্য **20 কোটি** টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

78) রাজ্য সরকার Asian Development Bank-এর Project Readiness Finance-এর মাধ্যমে **1.49 Million মার্কিন ডলার (11.2 কোটি টাকা)** ব্যয়ে **রাজ্যের সড়কগুলিকে উন্নত এবং চওড়া করে Paved Shoulder সহ Double Lane** করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে 700 কিলোমিটার রাস্তার উন্নতি সাধন হবে। তাছাড়া আগামী অর্থবছরে রাজ্যের নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে 25টি সেতু নির্মাণ এবং 200 কিলোমিটার রাস্তার উন্নয়ন করার প্রস্তাব রাখছি।

79) এবছর ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভের 50তম বছর উদযাপন করছে। এই উপলক্ষে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব'-এর অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকার **Lakshya-2047** প্রকাশ করেছে। ত্রিপুরায় নাগরিকদের আশা আকাঙ্খা ও লক্ষ্যকে নিয়ে তৈরি হয়েছে এই **'Lakshya-2047'**। জনগণের আশা পূরণে বিভিন্ন পরিকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়ার জন্য **2022-23 অর্থবছরে'সুবর্ণ জয়ন্তী ত্রিপুরা নির্মাণ যোজনা'** নামে আরও একটি নতুন প্রকল্প চালুর প্রস্তাব করছি। এই প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে **1,000 কোটি** টাকা।

80) ত্রিপুরার ইতিহাসে এই প্রথম সামাজিক ও আর্থিক পরিকাঠামো তৈরির জন্য রাজ্য সরকার এরকম বড় অংকের বিনিয়োগ করবে। এই প্রকল্পের আওতায় যেসব কাজ হাতে নেওয়া হবে তা বাজেট ভাষণের **পরিশিষ্ট** রূপে তালিকাবদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে কিছু গ্রামীণ সড়ক প্রকল্প রয়েছে। যেগুলি কিছু প্রত্যন্ত এলাকাকে যুক্ত করবে যেমন-

ক) বুড়িঘাট-শেরমুন-কাংগারাই সড়ক - 50 কোটি টাকা।

খ) নাগরাই হয়ে চেচুয়া (অম্পি)- নিত্যবাজার (অম্পি RD Block) সড়ক - 25 কোটি টাকা।

গ) শিলাছড়ি RD Block-এর অন্তর্গত ঘোড়াকাপ্পা থেকে কাপতলি BOP সড়ক - 10 কোটি টাকা।

81) পরিকাঠামো ক্ষেত্রে বড় মাপের বিনিয়োগের জন্য আমি 2022-23 অর্থবছরের বাজেটে মূলধনী ব্যয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ বাড়িয়ে **5,285 কোটি** টাকা করেছি যা 2021-22 অর্থবছরের বাজেটে ছিল 2,651 কোটি টাকা। এই মূলধনী ব্যয়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার আর্থিক প্রবৃদ্ধির হার আগামী অর্থবছরে 13.28 শতাংশে পৌঁছবে যা আমি এই বাজেট ভাষণের শুরুতেই বলেছি।

অর্থ:

মহোদয়,
82) 2022-23 অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দে আমি কোনও নতুন করের প্রস্তাব রাখিনি।

83) 2022-23 অর্থবছরে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ 26,892.67 কোটি টাকা অর্থাৎ 2021-22 অর্থবছরের তুলনায় 18.34 শতাংশ বেশি। প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত হিসাব নিম্নরূপ :

(Amount in Rs. Crore)

Sl. No.		Items	Amount
(A)	**Revenue Account**		
	1	Receipts	21047.15
	2	Expenditure	21606.89
	3	Deficit (A1-A2)	(-)559.74
(B)	**Capital Account**		
	1	Receipts from Loans & Others (including Public Account and Opening Balance)	5276.00
	2	Expenditure	5285.78
	3	Deficit (B1-B2)	(-) 9.78
(C)	**Total Receipts (A1+B1)**		26323.15
(D)	**Total Expenditure (A2+B2)**		26892.67
Budget Deficit (C-D)			(-) 569.52

ধন্যবাদ

Annexure

Projects taken up under **'Suvarna Jayanti Tripura Nirman Yojana'**		
Sl. No.	**Item/ Project**	**Amount Allocated (in Rs Cr)**
1	Total Road Sector: (a) Road from Burighat to Shermum to Kangarai – Rs. 50 Cr (b) Road from Chechua (Ompi) to Nityabazar via Nagrai under Ompi RD Block - Rs. 25 Cr (c) Road from Ghurakappa to Kaptali BOP under Silachari RD Block - Rs. 10 Cr (d) Other Roads – Rs. 65 Cr	150
2	Establishment of one Sainik School	15
3	Establishment of NCC HQ	10
4	National Law University	21
5	TIT Polytechnic at Narsingarh	20
6	Drone Club/Centre in TIT Narsingarh	5
7	Projects under Mahila Shashaktikaran Abhiyan	50
8	Projects under Mukhyamantri Chai Shramik Yojana	50
9	Infrastructure Projects under Mukhyamantri Tripura Gram Samriddhi Yojana	100
10	Two Agriculture Development Research-cum-Training Centres	4
11	Sports Infrastructure in the State	20
12	Agar Trade Centre	15
13	Capital Equity for Tripura Eco-Tourism Corporation	10
14	Mental Hospital at Dharmanagar and Psychiatric Hospital at Agartala	20
15	Infrastructure for Champaknagar Dam	20
16	Rubber Mini Mission	5
17	Satyajit Ray Film & Television Institute	6
18	Other Projects	479
	Grand Total	**1000**

- -